নির্বাচনী জেলা সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত শব্দকোষ: মুখ্য শব্দাবলী

জনগণনা বা আদমশুমারি – জনসংখ্যায় অন্তর্ভূক্ত সকল ব্যক্তির গণনা এবং সমীক্ষা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ১০ বছর অন্তর জনগণনা করা হয়। সংবিধান অনুসারে পুনঃ অংশনের জন্যে জনগণনা প্রয়োজনীয়এবং এই তথ্যাবলী নির্বাচনী জেলা সীমানা নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়।

জনগণনা দপ্তর – কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা যাহা জনগণনা বা আদমশুমারি পরিচালনা করে।

(CVAP) (ভোটাধিকার প্রাপ্ত নাগরিক) – ইহা সমগ্র জনসংখ্যার বয়স ১৮ ও ঊর্ধ্ব ভোটাধিকার প্রাপ্ত নাগরিক বোঝাতে ব্যবহৃত

সম্মিলিত জেলা – সংখ্যালঘু জাতির সম্মেলনে রচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যাবিশিষ্ট জেলা, যেখানে ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীগুলির সম্মিলিত ভোটের মাধ্যমে সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর পছন্দসই প্রার্থী নির্বাচিত হয়। (সংখ্যালঘু সম্মিলিত জেলা বলা হয়ে থাকে)

সাম্প্রদায়িক স্বার্থ – প্রতিবেশীগোষ্ঠী, সম্প্রদায় অথবা একদল মানুষ যাদের নীতি সংক্রান্ত স্বার্থ সমান এবং একটি জেলায় রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে উপকৃত হয়।

দৃঢ়সংলগ্নতা বা অখণ্ডতা – দৃঢ়সংলগ্নতা বা অখণ্ডতা , জেলার আকার নির্দেশ করে। ইহা, VRA অনুবর্তিতা অথবা শহরের সীমানা, নদীর মতো বৈষম্যযুক্ত সীমানা ব্যতীত, খাঁটিভাবে দৃঢ়সংলগ্ন করা বা অখণ্ড সীমানা নির্দেশ করে।

সন্নিহিত অবস্থা – কোনো সীমানার একক এবং অবিচ্ছিন্ন আকার নির্দেশকারী বৈশিষ্ট্য (কোনো জেলার সব স্থান পরস্পরের সঙ্গে যখন বাস্তবিকভাবে সংযুক্ত।

ক্র্যাকিং বা বিচ্ছিন্ন করা – জাতিগত সংখ্যালঘু সমপ্রদায়ের দুই বা ততোধিক জেলাতে বিভাজনের ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কোনো জেলার মুখ্য অংশ হয় না। উদাহরণস্বরূপ, কোনো সংখ্যালঘু জনসংখ্যা কোনো জেলার ৫০ শতাংশ অধিকার করে থাকতে পারে, কিন্তু তাদেরকে দুই বা ততোধিক জেলাতে বিভক্ত করা হয়। এর ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় প্রতি জেলার ক্ষুদ্র অংশ অধিকার করে থাকে।

ক্রস-ওভার বা সুবিধাযুক্ত জেলা – যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ভোটারেরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অধ্যুষিত জেলায় "গমন করে" সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দ্বারা মনোনিত প্রার্থীকে নির্বাচিত করে। নির্বাচন অধিকার আইন অনুযায়ী ক্রস-ওভার বা সুবিধাযুক্ত জেলাগুলির আইনানুযায়ী প্রয়োজনীয়তা নেই।

বিচ্যুতি এবং বিচ্যুতির প্রসার – কোনো জেলার বিচ্যুতি বলতে জেলার জনসংখ্যা এবং আদর্শ জনসংখ্যার পার্থক্য বোঝায়। প্ল্যানের বৃহত্তম বিচ্যুতি থেকে ক্ষুদ্রতম বিচ্যুতিকে পুনঃ জেলাকরণের বিচ্যুতির প্রসার বলা হয়।

আদর্শ জনসংখ্যা – পুনঃ জেলাকরণ প্ল্যানে জেলার মোট জনসংখ্যার লক্ষ্য। আইনগত অধিকৃত অঞ্চলের মোট জনসংখ্যাকে পুনঃ জেলাকরণ প্ল্যানে অন্তর্ভূক্ত মোট জেলাসংখ্যা দ্বারা বিভাজন করে আদর্শ জনসংখ্যা গণনা করা হয়।

পদে অধিষ্ঠান (শর্ত) – বর্তমানে নির্বাচিত প্রতিনিধির বাসস্থান জেলাতে অবস্থিত, তাহা নিশ্চিত করা।

প্রভাবশালী জেলা – কোনো জেলা যেখানে জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সর্বাধিক ভোটার হিসেবে গণ্য হয় না, কিন্তু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য নির্বাচন অথবা নির্বাচিত প্রার্থীর সিদ্ধান্ত পপ্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

কূটকৌশল – জেলার সীমানা নির্ধারণের ফলে যখন কোনো গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীর উপর অনায্য সুবিধা পায়। কূটকৌশল, পুনঃ জেলাকরণের থেকে আলাদা, কিন্তু পুনঃ জেলাকরণের সময় কূটকৌশল ঘটতে পারে। নির্বাচন অধিকার নিয়ম মান্য করার জন্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ-সংখ্যালঘু জেলার সীমানা নির্ধারণ কূটকৌশল নয়।

GIS (জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম) – এই কম্পিউটার সফ্টওয়ার দ্বারা পুনঃ জেলাকরণ ম্যাপ তৈরি করা হয়।

সংখ্যাগরিষ্ঠ-সংখ্যালঘু জেলা – জেলা যেখানে একটি সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর ভোটাধিকার প্রাপ্ত নাগরিক ৫০ শতাংশ কিম্বা অধিক এর সাথে অন্যান্য কারণের সংযোগে VRA (নির্বাচন অধিকার আইন)অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ-সংখ্যালঘু জেলার প্রয়োজনীয়তা আছে।

সংখ্যালঘু নির্বাচনের লঘুকরণ – জেলা সীমানা নির্ধারণের ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষে তাদের পছন্দের প্রার্থীকে নির্বাচিত করার সুযোগ হ্রাস পায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে "প্যাকিং"("একত্রিকরণ") অথবা "ক্র্যাকিং"("বিচ্ছিন্ন করণ") দ্বারা লঘুকরণ করা হয়।

নেস্টিং – পুনঃ জেলাকরণ নিয়ম যেখানে প্রতি উচ্চ কক্ষ (যেমন, স্টেট সেনেট) দুটি নিম্ন কক্ষ (যেমন, স্টেট এসেম্বলি) দ্বারা গঠিত।

একক ব্যক্তি, একক ভোট – জনসংখ্যা সমতার নিয়ম। এক প্রবাদ যাহা প্রতি জেলা সামগ্রিক জনসংখ্যার দিক থেকে যথোপযুক্ত ভাবে সমান হবে, এই সাংবিধানিক প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করে। ইহার মানে, পুনঃ জেলাকরণ প্ল্যানে প্রতি জেলাতে বয়স বা নাগরিকত্ব নির্বিশেষে সমসংখ্যক ব্যক্তি থাকবে।

প্যাকিং বা "একত্রিকরন" – অননূকুল জেলায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উচ্চ ঘনত্ব বিশিষ্ট জনসংখ্যা। উদাহরণস্বরূপ, যখন কোনো দুটি জেলার প্রত্যেকটিতে ৫০ শতাংশ জনসংখ্যার জায়গায় একটি জেলায় ৯০ শতাংশ জনসংখ্যা থাকে।

নির্বাচনী জেলার সীমা নির্ধারণ– রাজ্যের জনসংখ্যার পরিবর্তনের ভিত্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি কক্ষের আসনের পুনঃ বিভাজন। ইহা করা হয় জনসংখ্যার ভিত্তিতে কংগ্রেসে রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব সম অনুপাতে করতে। নির্বাচনী জেলার সীমা নির্ধারণ পুনঃ জেলাকরণ নয়, কিন্তু কিছু রাজ্য এই দুটি শব্দ অদলবদল করে ব্যবহার করে।

পুনঃ জেলাকরণ – সরকার দ্বারা পদ্ধতিটি ব্যবহৃত হয় রাজনৈতিক সীমানা পুনঃ নির্ধারণের ক্ষেত্রে এবং জেলা নির্বাচন হয় এরকম সব সরকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রতি ১০ বছর অন্তর সেন্সাসের বা আদমশুমারির পর ম্যাপ পুনরায় অঙ্কন করা হয়, জনসংখ্যা স্থানান্তরের ফলে উদ্ভুত অসমতা সঠিক করা হয় সম জনসংখ্যার জেলা রচনার মাধ্যমে।

পরিস্থিতির সামগ্রিকতা – কোনো একটি কারণ বা নিয়ম এর জায়গায় সমস্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করে একটি ঘটনা স্থির করা হয়।

ঐক্যবদ্ধ ম্যাপ – বহু সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর সম্মেলনে অঙ্কিত একটি প্রস্তাবিত ম্যাপ, যাহা একইসময়ে বহু সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর স্বার্থ সম্মান করা প্রদর্শন করে।

ভোটিং এজ পপুলেশন (VAP) ভোটাধিকার প্রাপ্ত বয়সের জনগোষ্ঠী – সামগ্রিক জনসংখ্যার বয়স ১৮ বছর এবং ঊর্ধ্বে। (CVAP সম্পর্কিত)

নির্বাচন অধিকার আইন(VRA) – রাজ্য এবং আঞ্চলিক সরকার যাতে আমেরিকানদের জাতি ভিত্তিতে সম নির্বাচন অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্যে কোনো নিয়ম বা নীতি রচনা করতে না পারে, তার নিশ্চিতকরণের জন্যে ১৯৬৫ সালে এই কেন্দ্রীয় আইন রচনা করা হয়। এই আইনের ২ নম্বর ধারায় সব নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ভোটারদের জাতি, বর্ণ অথবা সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠীর সদস্য জনিত বৈষম্যতা থেকে রক্ষা করে।